শিশুর মানস গঠনে শিক্ষার বিকল্প নেই

জিনাত আরা আহমেদ

| ঢাকা , মঙ্গলবার, ২৭ নভেম্বর ২০১৮

আজকের শিশুই আগামীতে দেশ গঠনে উপযুক্ত নাগরিক। ২০২১ সালে মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালে উন্নত বাংলাদেশের চালিকাশক্তি বর্তমানের সম্ভাবনাময় শিশুরা। এই শিশুদের মানবিক গুণাবলীসম্পন্ন, সৎ, নিষ্ঠাবান ও আত্মপ্রত্যয়ী হবার মাধ্যমেই সম্ভব বিকাশমান অর্থনীতির এই দেশকে সমৃদ্ধি ও টেকসই উন্নয়নের দিকে এগিয়ে নেয়া।

গণতন্ত্রের মানসকন্যা শেখ হাসিনা বহুমূখী উন্নয়নের যে মডেল দেশবাসীকে উপহার দিয়েছেন তার তুলনা বিশ্বে বিরল। কোথায় নেই সামাজিক সুরক্ষার প্রসারিত হস্তক্ষেপ। শিশু থেকে যুবক ও বয়োবৃদ্ধ, নারী থেকে তৃণমূলের অসহায় মানুষ প্রত্যেকের জন্য মানসম্মত জীবনের নিশ্চয়তা দিতে রয়েছে অসংখ্য সামাজিক কর্মসূচি। কিন্তু শুধু সুযোগ সুবিধা দিলেই সব কিছু অর্জিত হয় না অর্থাৎ স্থিতিশীল উন্নয়ন সম্ভব না। এর জন্য প্রয়োজন ব্যক্তিত্ব তথা মানবসম্পদের উন্নয়ন।

মানুষের জীবন গঠন এবং চরিত্র গঠনে পরিবার ও বিদ্যালয়ের ভূমিকা সমান। এর একদিক দুর্বল

হলে তার প্রভাব ব্যাক্তির জীবনে পড়বেই। পারিবারিক মূল্যবোধ শিশুর জীবনে ব্যাপক প্রভাব ফেলে। ভিন্ন ভিন্ন পরিবারের নৈতিক মানদন্ডে পার্থক্য থাকলে সামাজিক আচরণে ভিন্নতা সৃষ্টি হয়, তা প্রতিফলিত হয় রাষ্ট্রীয় নীতি বাস্তবায়ন ও কার্য ব্যবস্থাপনায়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, রাস্তার ডানদিক দিয়ে হাঁটা তারপর ফুটপাথ দিয়ে চলা রাষ্ট্রীয় শৃঙ্খলা। কিন্তু কেউ যদি নিয়ম নীতির তোয়াক্কা না করে রাস্তায় নেমে হাঁটতে থাকে সেটা যেমন বিশৃঙ্খলা তৈরি করে, তেমনি যারা শৃঙ্খলা রক্ষার্থে নিয়োজিত তারা যদি আইন প্রয়োগে সততা ও আপোসহীনতার পরিচয় না দেন তাহলেও রাষ্ট্রীয় প্রশাসন দুর্বল হয়ে পড়ে। তাই প্রতিটি পরিবারে তৈরি করতে হবে একই ধরনের মূল্যবোধের সংস্কৃতি।

মানবিক ও নৈতিক গুণাবলী ব্যতীত এবং আচরণগত উৎকর্ষতা ছাড়া একটি রাষ্ট্রের ভিত্তি মজবুত হতে পারে না। মানুষ শিশুকালে যে আচরণে অভ্যস্ত হয় এবং যে ধরনের চিন্তা ও কাজে সম্পৃক্ত থাকে সেটাই পরবর্তীতে তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে রূপ নেয়। আর এই সব গুণাবলী বিকাশের প্রাতিষ্ঠানিক অঙ্গন হল বিদ্যালয়। দেশে বর্তমানে সরকারি-বেসরকারি প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ১ লাখ ২৬ হাজার ৬১৫টিতে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ১ কোটি ৮৬ লাখ ২ হাজার ৯৮৮ জন। এদের অর্ধেক মেয়ে যারা ভবিষ্যতের মা, তাদের হাতেই সন্তানের ভবিষ্যত। এসব ছেলেমেয়েদের মধ্য থেকেই এক সময় জাতীয় জীবনে নেতৃত্ব আসবে। প্রাতিষ্ঠানিক

শিক্ষায় যদি নৈতিকতা ও মূল্যবোধ যোগ না হয়, শিশুর মধ্যে যদি মানবিক গুণাবলীর প্রকাশ না ঘটে, মনুষ্যত্ববোধ সঞ্চারিত না হয় তা জীবন গঠনে কোন ভূমিকা রাখতে পারে না। এখন থেকে যদি নৈতিক চরিত্র গড়ে না ওঠে তাহলে কর্মজীবনেও সফল হতে পারবে না এবং দুর্বল নেতৃত্বে জাতি দুর্বল হয়ে পড়বে।

উপযুক্ত প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার ওপর নির্ভর করে একটি শিশুর ভবিষ্যত। শিশুর ভবিষ্যত আর জাতির ভবিষ্যত একই সূতোয় গাঁথা। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার ভিত্তি শক্ত না হলে উচ্চ শিক্ষার দরজা বন্ধ। তাই উপযুক্ত নাগরিক তৈরি করতে হলে শিক্ষা ব্যবস্থায় গুণগতমান বাড়াতে হবে। শিক্ষার্থীর কাছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যদি আকর্ষণীয় না হয় তাহলে পড়াশোনায় আগ্রহ কমে যায়। সুন্দর শ্রেণীকক্ষ, বসার সুব্যবস্থা, খেলাধুলার পরিবেশ, মাঠ এসব শিশুর শারীরিক ও মানসিক বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। শিশুর প্রফুল্ল মন ও সুস্বাস্থ্যের জন্য খেলার মাঠ প্রয়োজন। গবেষণায় দেখা গেছে মুক্ত পরিবেশে খেলাধুলা করে বেড়ে ওঠা একটি শিশুর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা আবদ্ধ পরিবেশে বেড়ে ওঠা শিশুর চেয়ে বেশি।

শিশুর মৌলিক পাঠদান প্রাথমিকেই হয়। পড়াশোনার সঙ্গে সঙ্গে ন্যায়নীতি, সততা, আদর্শ, চরিত্র সম্পর্কে জানাও মৌলিক শিক্ষার অংশ। একজন শিক্ষার্থী পরিবার, দেশ-জাতি ও সমাজের প্রতি কতটুকু দায়িত্বশীল হবে এটি অনেকাংশেই নির্ভর করে তার প্রাথমিক শিক্ষার

ওপর। এর জন্য নিঃস্বার্থ, প্রতিশ্রুতিশীল ও অভিজ্ঞ শিক্ষক আবশ্যক। শিক্ষক ছাত্রকে সন্তানতুল্য মনে করে জীবনের পাঠ শেখাবেন। এর জন্য শিক্ষকের যোগ্যতা অনুযায়ী প্রণোদনা তথা পুরস্কার দিতে হবে এবং তা অবশ্যই বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের উন্নয়নের মাপকাঠি বিবেচনায় এনে।

ছাত্র-ছাত্রীদের মানসিক বিকাশে স্কুলের সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে অংশ নেয়া ছাড়াও পাঠাভ্যাস গড়ে তুলতে নিয়মিত লাইব্রেরিতে পড়াশুনা বাধ্যতামূলক করা, স্কুলেই বুক বা ই-বুক কর্ণার স্থাপন করতে হবে। বই পড়ার অভ্যাস শিশুকে সৃজনশীল চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে। বিখ্যাত বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের কাছে একজন মায়ের প্রশ্নের জবাবে তিনি শিশুকে বেশি বেশি রূপকথা পড়তে উদ্বুদ্ধ করতে বলেন। তিনি বলেন, একজন বিজ্ঞানীর বুদ্ধিবৃত্তিক হাতিয়ার হল সৃজনশীল কল্পনা। রূপকথা কিংবা বইয়ের গল্পের মাঝে শিশু তার কল্পনার জগৎকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ভেবে নেয়। কিন্তু বর্তমানে অতিমাত্রায় প্রযুক্তির উপকরণের ওপর নির্ভরতার কারণে শিশুদের স্বাভাবিক কল্পনা শক্তির বিকাশ জটিল হচ্ছে। প্রযুক্তির অ্যানিমেশন গল্পে শিশুর কল্পনা নির্দিষ্ট ছকে আটকে যাচ্ছে কখনও বা অলিক কল্পনা বা অবাস্তব কিছুতে মগ্ন হচ্ছে।

সময়ের প্রেক্ষাপটে নতুন চিন্তা-চেতনায় শিশুদের উদ্বুদ্ধ করতে হবে। জীবনের সাফল্য অর্জনে বিকল্প উপায় জানা থাকলে শিশুরা

হীনমন্যতায় ভুগবে না। চাকরি করাই জীবনের লক্ষ্য হতে পারে না। বরং উদ্যোক্তা হওয়ার মানসিকতা অর্জন করাও জরুরি। প্রতিবছর ১৪ লাখ তরুণ এসএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হচ্ছে। এর মধ্যে ১১ লাখই গ্রামের কৃষক, জেলে, তাঁতী, কামার-কুমারের সন্তান। মেধা ও মননে তারা কোন অংশেই কম নয়। কর্মসংস্থানমুখী শিক্ষা ছাড়া এই বিপুলসংখ্যক মানুষের কর্মসংস্থান নিশ্চিত করা সম্ভব না। প্রযুক্তির এই যুগে নিজেকে খাপ খাওয়াতে হলে প্রথাগত শিক্ষার সঙ্গে কর্মমুখী শিক্ষার সমন্বয় ঘটাতে হবে। মাধ্যমিক পর্যায় থেকে কারিগরি ও ডিপ্লোমা শিক্ষার মতো কর্মমুখী শিক্ষা গ্রামীণ অর্থনীতির বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। এর জন্য দরকার সততা, আত্মবিশ্বাস, দৃঢ়তা আর পরিশ্রমে উদ্বুদ্ধ তরুণ জনশক্তির। যারা সমাজে নার্সারী, শিল্প, খামার, হাসপাতাল, ক্লিনিক, শিক্ষালয়ের মতো প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে বেকারত্ব নির্মূলে শ্রমের মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় অবদান রাখবে।

(পিআইডি-শিশু ও নারী উন্নয়নে সচেতনতামূলক যোগাযোগ কার্যক্রম নিবন্ধ)